দৈনিক বাংলা

তারিখ ২৭।৭।৮২
পৃষ্ঠা

011

নিরক্ষরতা অবসানে যুব সমাজকে অবদান রাখতে হবেঃ শাহ আজিজ

প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান দেশের সার্বিক অগ্রগতির উদ্দেশ্যে মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ১৯ দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নে কাজ করার জন্য যুব সমাজের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গে যুব সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণের ফলেই দেশে এক হাজার খাল খনন করা হয়েছে।

তিনি মঙ্গলবার জাতীয় তরুণ সংঘের উদ্যোগে শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে আয়োজিত এক সেমিনারে প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছিলেন।

তরুণ সংঘের সভাপতি জনাব রেজাউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন শিক্ষা সচিব কাজী ফজলুর রহমান, তরুণ সংঘের শিক্ষা বিভাগের পরিচালক জনাব মোহাম্মদ ইবরাহিম প্রমুখ। খবর বাসসের।

প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজ উল্লেখ করেন, মরহুম প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশের প্রথম নেতা যিনি বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে একটি রাজনৈতিক দর্শন ও জাতীয় উন্নয়নের সুনির্দিষ্ট পথনির্দেশ দিয়ে গেছেন।

তিনি বলেন, সমাজ থেকে নিরক্ষরতার অভিশাপ দূর করার ব্যাপারে যুব শক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

শাহ আজিজ জানান, প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে একটি সাংবিধানিক দায়িত্ব এবং সরকার দেশের সমস্ত

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

নাগরিককে প্রাথমিক শিক্ষা দিতে বদ্ধপরিকর।

তিনি উল্লেখ করেন, চলতি অর্থ বছরের শিক্ষা বাজেটের শতকরা ৫০ ভাগ প্রাথমিক শিক্ষা খাতের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে।

শাহ আজিজ বলেন, গণশিক্ষা কর্মসূচীর আওতায় এ যাবত ৪০ লাখ লোক ব্যবহারিক শিক্ষা লাভ করেছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, গণসাক্ষরতা আন্দোলন সফল করে তোলার উদ্দেশ্যে সরকার স্থানীয় শিক্ষা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছেন।

তিনি জানান, স্থানীয় শিক্ষা সংস্থা প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি তত্ত্বাবধান ও দেশের গণশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

উন্নয়নমূলক কাজে তরুণ সংঘের ভূমিকার প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তারা তাদের সামাজিক ও জাতীয় কল্যাণের আদর্শে আরো তরুণকে আকৃষ্ট করতে পারবে।

দেশের ৪০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাকে গণসাক্ষরতা কেন্দ্রে পরিণত করার জন্য তিনি সেমিনারের সংগঠকদের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজ সমাজ উন্নয়ন কর্মসূচীতে তরুণ সংঘকে সরকারের সহযোগিতার আশ্বাস দেন।